R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
বাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে মাঘ, বুধবার, ১৪১২ সাল।
৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

পোলিও নির্মূলে সরকারী তৎপরতা থাকলেও কর্মী নিয়ে টালবাহানা চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভায় চল্লিশটি পোলিও বুথের প্রতিটিতে চারজন এবং ছ'টি ট্রানজিট বুথে সাতজন সর্বমোট ১৬৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করেন। এঁরা পুর এলাকার বাড়ী বাড়ী ঘুরে ০-৫ বছরের শিশুর চিরুনী তল্লাশী চালিয়ে, তাদের অভিভাবকদের নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে দু' ফোঁটা পালস পোলিও ড্রপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য এই প্রচেষ্টাকে সফল করা যাচ্ছে না বলে কর্মীদের অনেকের অভিযোগ। জানা যায়, জঙ্গিপুর পুর এলাকার কুড়িটি ওয়ার্ডে ০—৫ বছরের প্রায় ন' হাজার শিশুর মধ্যে গত ২৫-৯-০৫ পর্যন্ত প্রোগ্রামে পোলিও না খাওয়া শিশুর সংখ্যা ৩৩৬ জন মতো। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় এদের মধ্যে মাত্র ১২ জনকে নাকি পোলিও খাওয়ানো গিয়েছিল। এরপর ২৭-১১-০৫ এর প্রোগ্রামে ৪৪৮টি পোলিও না খাওয়া শিশুর মধ্যে মাত্র ২৫ জনকে পোলিও খাওয়ানো সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের বক্তব্য 'যে সব শিশুদের পোলিও খাওয়ানো ব্যর্থ হচ্ছে সেই সব 'রিফিউজ কেস' এর শিশুদের বাবার নাম ঠিকানা আমরা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছি যাতে প্রোগ্রামটা ব্যর্থ না হয় সেই আশায়।' তাঁরা আরো জানান, ইউনিসেফের জনৈক প্রতিনিধি ডাঃ দীপঙ্কর ব্যানার্জীকে গত ১৫ জানুয়ারী '০৬ পোলিও ড্রপ না খাওয়ানো চিহ্নিত বাড়ীগুলোতে নিয়ে গেলে তিনি ঐ সব বাড়ীর অভিভাবকদের কাছে অপমানিত হন। পরবর্তীতে গত ২১ জানুয়ারী '০৬ জঙ্গিপুর হাসপাতালের দুই শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডি, এন, হালদার ও ডাঃ মোসাররাফ হোসেন ঐ সব চিহ্নিত বাড়ীগুলোর (শেষ পৃষ্ঠায়)

শহরে ভুয়ো তোলাবাজদের নামে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান শহর বর্তমানে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি এবং তোলাবাজদের দাপটে তটস্থ। সংবাদটি সামসেরগঞ্জ থানার এবং একটি দৈনিক পত্রিকার। ধুলিয়ান শহর এমনিতে খুবই ছোট। এখানকার বসবাসকারীরা সবার চেনা এবং জানা। সম্প্রতি ৫/১০ বছরের মধ্যে ধুলিয়ান শহরে বড় ধরনের কোন ডাকাতি হয়নি। ছিনতাই হলেও শহরের বাইরে। অনুসন্ধানে জানা যায়, মাতাল, জুয়ারী এবং চোলাই মদের ব্যবসায়ীদের ধরে নিয়ে এসে ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি অভিযোগ দিয়ে তাদের জঙ্গিপুর কোর্ট চালান দিচ্ছে পুলিশ। অপরদিকে ধুলিয়ান ব্যবসায়ী সমিতি তোলাবাজদের কথা বললেও এখানে মস্তান বা তোলাবাজরা কোনদিন সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। তোলাবাজদের হাতে লুঠ এবং ভাঙ্গচুর হয় নকল সি, ডি প্লেট বিক্রেতা রাজকুমার সাহার (মলয়) দোকান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শহরে এত বড় বড় ব্যবসায়ী থাকা সত্বেও রাজকুমারবাবুর দোকানে কেন ? আসল রহস্য অন্যখানে। রাজকুমার সাহার ব্যবসা সম্পূর্ণ বেআইনি। তিনি সিনেমার নকল সি, ডি প্লেট এবং ব্লুফিল্ম তৈরী করে ধুলিয়ান ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লায় করেন। কয়েকজন সমাজবিরোধী এই কাজে তাকে মদত যোগায়। যারা রাজকুমারের দোকান ভাঙচুর করে তারা নিজেদের হিস্সা বুঝে নিতে এই কাজ করে। পয়সাকড়ি নিয়ে এই গন্ডগোল প্রায় তিন মাস ধরে চলছে। প্রথমে হিসাবে (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে শীতবস্ত্র বিলির নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভায় এখনও শীতের কোন রকম সাহায্য আসেনি। বহু গরীব নিঃস্ব আশা করেছিলেন শীত নিবারণের কিছু পাওয়া যাবে বলে। সম্প্রতি প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে কম্বল দেয়া হবে, তার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী নির্দ্ধারণে কাউন্সিলারদের নির্দেশ দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। এখন সেই একজন ভাগ্যবানকে বাছতে কাউন্সিলাররা রীতিমত অসুবিধায় পড়েছেন।

গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফেডারেশন অফ গাইনোকলোজিষ্ট সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার (ফগ্সি) উদ্যোগে গত ১৮ জানুয়ারী '০৬ থেকে পদযাত্রা শুরু হয়েছে, চলবে ২ মে '০৬ পর্যন্ত। 'সুপ্রভা গঙ্গাযাত্রা' শিরোনামে গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত এই পদযাত্রা চলবে। এর উদ্দেশ্য নিরাপদ মাতৃত্ব এবং এড্স্ ও যৌন সংক্রান্ত পরিবাহিত রোগ প্রতিষেধক শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাগরদীঘির সেচ-অসেচ সর্বত্র বেশী খাজনা আদায় চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : কয়েক বছর ধরে সাগরদীঘির প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীসহ প্রত্যেকের কাছেই রাজ্য সরকার জবরদস্তি শতকে ১০ পয়সা বেশী আদায় করে চলেছে। মহকুমার বা সেচ এলাকা বাদে জেলার সর্বত্র শতকে ২০ পয়সা খাজনা। অথচ দরিদ্রতর এলাকা সাগরদীঘির চাষীদেরকে খাজনা দিতে হচ্ছে বেশী। কোন দলের এ নিয়ে মাথা ব্যথাও নেই। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, জেলা শাসকের দপ্তর থেকে তুঘলকী নির্দেশ বের হয়েছে দু' বছর আগে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে মাঘ, বুধবার, ১৪১২ সাল।

মান-হুশহীন মানবিকতা

অপারেশন টেবিলে শায়িতা প্রসূতি জননী তখন থাকেন অজ্ঞান অবস্থায়। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তাহার গর্ভজাত সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করানো হয় চিকিৎসক, ধাত্রীদের সাহচর্যে। সদ্য প্রসূত সন্তানের মুখদর্শন করিবার মত শারীরিক অবস্থা তখন তাহার থাকে না। জ্ঞান স্বাভাবিক-ভাবে ফিরিতে সময় লাগে। ইত্যবসরে সদ্যোজাত সন্তান শিশুটির দেখভাল-যত্ন-পরিচর্যা করিবার দায়িত্ব থাকে ধাত্রীদের উপর। অনেক পরে প্রসবিতা জননী তাহার সন্তানের মুখদর্শন করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে চলে দায়িত্ব প্রান্ত ধাত্রী অথবা আয়াদের 'কেলোর কীর্তি'। চলে বাণিজ্যিক ব্যাপারসাপার। সন্তান বদলের ঘটনাও মাঝে মধ্যে শোনা যায় মোটা অঙ্কের বিনিময়ে। পুত্র সন্তান বদলের ঘটনা সংবাদপত্রের খবর হইয়া সাধারণের নজরে আসে। প্রকৃত সন্তানের জননী জানিতেই পারিলেন না তিনি কী প্রসব করিলেন—পুত্র না কন্যা। এই জাতীয় ঘটনা নাকি শুধু নার্সিং হোমেই হয় না, হাসপাতালেও হয় বলিয়া অনেকের ধারণা। ইহা শুধু নৈতিক নহে মানবিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। প্রসূতি যখন জীবন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিয়া চলিয়াছে তখনই তাহার অলক্ষ্যে চলিয়া থাকে এমনই জঘন্য ঘটনার বেসাতি। যিনি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন তিনি তাহাকে আপন কোলে না পাইয়া পাইলেন অন্য কোন জননীর প্রসূত কন্যা সন্তান। ইহা দুর্ভাগ্যই বটে। আর মোটা টাকার বিনিময়ে ধাত্রী বা আয়াদের গোপন ষড়যন্ত্রে ও সহযোগিতায় কন্যা সন্তানের জননী পাইলেন পুত্র সন্তানের মুখদর্শন। জানাজানি বা দৃষ্টির আড়ালেই ঘটিয়া গেল এক নিঃশব্দে অদলবদলের পালা।

তবে গত ২৫ জানুয়ারীর জঙ্গিপুর হাসপাতালের ঘটনাটি একটু অন্য ধরনের। আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন হইতে জানা যায় শিশু বদলের এক জঘন্য-হীন ঘটনার কথা। এই ষড়যন্ত্রের কুশীলব হইলেন তথাকথিত আয়ারা। হাসপাতালে একই ওটিতে দুই প্রসূতির সিজার পদ্ধতিতে সন্তান প্রসব করান হয়। জনৈকা মেম হালদারের পুত্র সন্তান প্রসবের পর জনৈকা টুকটুকি দাসেরও পুত্র সন্তান প্রসব করান অপর একজন চিকিৎসক। সংবাদে প্রকাশ আয়াদের একটি চক্র অন্তর্বর্তী সময়ে শ্রীমতী দাসের পুত্র সন্তান প্রসবের খবর তাহার স্বজনদের পরিবেশন করিয়া মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করিয়া থাকেন। তবে ঘটনাটি গোপন থাকেনি। তাহাদের ষড়যন্ত্র এবং চালবাজি ফাঁস হইয়া পড়ে। এমনতর ঘটনাটি এইখানে কীভাবে ঘটিল বা কাহার সাহচর্যে ঘটিল তাহার সদুত্তর নাকি ওয়ার্ড মাষ্টার দিতে পারেন নাই বলিয়া খবরে প্রকাশ।

তবে ইহা স্বীকার্য ঘটনাটি যে নীতি বহির্ভূত এবং অমানবিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জাতীয় ঘটনা দেখিয়া মনে হয় মানুষ হারাইয়া ফেলিতেছে তাহার বিবেক। অন্যায়কে অন্যায় ভাবিতে তাহারা কুন্ঠিত। ভোগবাদী মানুষ আজ অর্থ গৃধ্নু হইয়া উঠিয়াছে। অন্যায় জানিয়াও তাহা করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ হয় না। সামাজিক বিকিকিনির হাটে মানুষের বিবেক আজ বন্ধকী প্রাপ্ত; তাহাদের চেতনায় ধরিয়াছে ঘুণ। মনুষত্বে লাগিয়াছে মড়ক। শুধু হাসপাতালে নয়, সমাজের সর্বত্র প্রকট পাশবিকতার এই ছিন্নমস্তা রূপ।

'সরস্বতী বিদ্যেবতী.....'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্লোক থেকে বিদ্যাদায়িনীর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন।

'মধুর ধ্বনি বাজে/হৃদয়কমল বনমাঝে।'

কবির আহ্বান ঃ

'এস দেবী এস এ আলোকে
একবার তোরে হেরি চোখে
গোপনে থেকোনা মনোলোকে।'

মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী বিদ্যার্থীদের পুণ্যোসব। বাগ্‌দেবীর আরাধনা। বিদ্যালয়—ক্লাব—বাড়ি—পাড়ায় পাড়ায় সরস্বতী বন্দনা। রাস্তায় রাস্তায় কচি-কাচাদের আনন্দ। ছেলেমেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল। মন্ডপে মন্ডপে আনন্দের ফুলঝুরি। 'সরস্বতী পূজা' মানেই আনন্দ। শাসন থেকে মুক্তি। সকাল থেকে দুপুর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি। এক অনাবিল আনন্দ। পুষ্পাঞ্জলি। ঠাকুরের প্রসাদ। সব কিছুতেই আনন্দ। আনন্দ আকাশে-বাতাসে। ছেলেমেয়েদের সরস্বতী বিদ্যেবতীর কাছে খোলা চিঠি। তাদের প্রার্থনা 'বুদ্ধি যেন হয়।' এ কিন্তু তাদের নালিশ নয়। কচিকাচাদের আব্দার ঃ

'অঙ্ক মাথায় ঢোকেনা যে নোতুন
ধারাপাতে।
কিলো মিলো হেক্টা ডেকার ধাক্কা খেয়ে
শেষে,
লিটার মিটার গ্রাম নিয়ে সব ধুলোয়
কুপোকাৎ
ছোট্ট মাথায় কত ধরে তাই তো
লাগে ভয়।'

শ্রীপঞ্চমীর বাতায়ন দিয়ে কখন ঢুকে যায় বসন্তের বাতাস। দোল লাগে মনে। দোল খায় বনে। গাছ-গাছালিতে। কিশোর-কিশোরীদের মনে লাগে মাতন। ঠান্ডার ভ্রুকুচি অগ্রাহ্য করে তাই অনেকের লাগাম ছাড়া বসন। ঝলমলে আলো। বিশ্বায়ন এসে পড়ে শিল্পীর ভাবনায়। শিল্পীর সৃষ্টিকর্মে। 'সরস্বতী পূজা' মানেই আলোর রোশ্‌নাই। ছেলেমেয়েদের এক আকাঙ্খিত 'গেট্ টোগেদার।' এটাই স্বাভাবিক। কারণ সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় উৎসবের প্রকৃতি।

সিভিক্ সেন্স

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গয়ার পিন্ডদানে শত্রু-মিত্র সকলের জন্য মন্ত্র বলে। আজকের সংসারে সংই সার। বিধবা মায়ের জন্য ২ টাকার শাক আর বৌ ছেলেদের জন্য ২০০ টাকার ইলিশ প্রায় প্রতিদিন। আইবুড়ো বোনটার জন্য চিন্তাই নাই, বিয়ে দেবার চেষ্টাও নাই। বিনা বেতনের ঝি এর মত খেটে চলেছে মা ও বোন। এদিকে ডিগ্রী ও চাকরী-ওয়ালা বীরপুঙ্গব টিভিতে শাশুড়ী বৌ-এর উপর অত্যাচারের সিরিয়াল দেখে ন্যাকামি করতে ব্যস্ত। ড্রইংরুমে বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, লেনিন, মাও, নেতাজী, শেলি—কে নেই? বেডরুমে মাকালী, সারদা মা, ঝুললেও রাত্রি ১১টার পরই হাতের গ্লাসে গন্ধ তরল, সামনের টিভিতে নীল ছবি। ভোগের কড়াই-এ চাপানো ভিয়েন—রস যেন কোনদিনই মরবেনা। 'আমায় দে মা পাগল করে'।

এদেশে ষড়রিপুদের দমনের চেষ্টা করা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আগে ছিল। এখন নেই। এখন ঐ আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে যাতে কিশোর মনে আরো আগুন লাগানো যায়, যাতে করে ওরা দেশের বোঝা হয়ে উঠলেও নেতাদের ঘাড় ধরবার সাহস না পাই তার জন্য "জীবন শৈলী"র আগমন ঘটানো হলো। রাজ্য নেতারা আরো বললেন, প্রতি (৩য় পৃষ্ঠায়)

সরকারি কর্মচারি

শীলভদ্র সান্যাল

বঙ্গদেশে আমি যে সরকারি কর্মচারি !
নেইকো আমার বাপের গদি, নেইকো জুড়িগাড়ি,
(হায়রে) জনম গেল কলম পিষে
কোথাও কোনও না পাই দিশে
সকাল সন্ধ্যা করি শুধু ডেলি প্যাসেঞ্জারি।
এই বুকেতে কত জ্বালা, কে বুঝিবে মর্ম !
কোনও ক্রমে বজায় রাখি গার্হস্থ্য ধর্ম
নিত্য যে হই গলদ ঘর্ম
কোন্ পাপেতে এমন কর্ম
জাঁতাকলে হচ্ছি পেষাই, বুঝিতে না পারি।
সংসারটার ফাঁক-ফোকরে গুঁজব কানি কত,
মাথার ভেতর কেমন করে, প্রাণটি ওষ্ঠাগত !
আর জনমের পাপের জেরে
বাপের ভিটে-মাটি ছেড়ে
দূর প্রবাসে নিয়েছি হায় ক্ষুদ্র বাসাবাড়ি।
বারো মাসে তেরো পার্বণ, ইউনিয়নের চাঁদা
এমনই বরাত, সম্বৎসর, নিয়ম করে বাঁধা !
পাক ধরে মোর পক্ক কেশে
'ফিনান্সিয়াল ইয়ার' শেষে
চক্ষে দেখি সরিষাফুল, এলে ফেব্রুয়ারি।
ইনকাম ট্যাক্স আপিস থেকে শমন করে জারি !
সুদে-মূলে হিসাব বুঝে নেয়—মাসকাবারি,
আমায় করে হতচেতন
পুরো একটি মাসের বেতন
কানটি মলে আদায় করে নেইকো ছাড়াছাড়ি !
সর্বনেশে এই আইনে, ইট ইজ ভেরি ফানি !
ইনকাম করা আমার মানি নয়কো আমার মানি !
ঘুচিয়ে আমার মোহের আঁধার
প্রতিপালক এই সরকার
এক হস্তে বেতন দিয়ে আর হাতে নেয় কাড়ি !
হতভাগা আমি যে সরকারি কর্মচারি ॥

সরস্বতী পুজোয় নানা অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অনেক বছর পর জঙ্গিপুর কলেজ হোস্টেলের সুপার মোহন মাহাতো ও কিছু ছাত্রের সক্রিয় উদ্যোগে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে দু'দিন ধরে রক্তদান শিবির ও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়। ৪ ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ এ, এস, মন্ডল, ডঃ অসীম মন্ডল, কাশীনাথ ভকত, মানিক চট্টোপাধ্যায়, প্রীতিময় মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি জনপদে ভালো সাড়া ফেলে।

নেতাজীর জন্ম উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি নেতাজী জন্ম উৎসব কমিটির সভাপতি লক্ষীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজী মূর্তির পাদদেশে গত ২৩ জানুয়ারী সকালে নেতাজী জন্ম উৎসবের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে নেতাজী অনুরাগী ছাত্র-শিক্ষক-ব্যবসায়ী সমস্ত স্তরের মানুষ উপস্থিত হন। সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামাণিক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জন্ম উৎসব কমিটির সম্পাদক মোঃ সফিক নেতাজীর রাজনৈতিক জীবন বর্ণনা করেন। কুমুদকান্তি প্রামাণিক ও লক্ষীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজীর আত্মত্যাগ ও দেশের প্রতি ভালবাসা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

নোংরা আবর্জনার স্তূপে শহর জেরবার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ শহরের বাসষ্ট্যান্ডের নর্দমা আবর্জনার স্তূপে স্তূপাকার। এ ছাড়া মাছের গাড়ীর আন-লোডিং-এ প্রতিদিন নষ্ট হচ্ছে ঐ এলাকার আবহাওয়া। দুর্গন্ধে পথচারীদের বুক ভরে শ্বাস নেয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। পুর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। অথচ বাসষ্ট্যান্ড থেকে মোটা অঙ্কের একটা কর আদায় হচ্ছে নিয়মিত। এছাড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র সদরঘাটে দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চের পাশে নিয়মিত গোটা শহরের জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে ; অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এলাকার মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ জেগে ঘুমুচ্ছে।

সিভিক সেন্স (২য় পৃষ্ঠার পর)

দশ হাজারে একটা করে দেশী ও একটা বিলাতি মালের লাইসেন্স দেব। কেন্দ্র কম যাবে কেন, তারা রাজ্য ভাইদের ইঙ্গিতে আইন এনেছে ৩০০ মি. তফাতেই স্কুল কলেজ থাকলেও মালের দোকান দেওয়া হবে। জানুয়ারী ২০০৬ এর মধ্যে আইন আনা হচ্ছে সফ্‌ট ড্রিংকস, যেমন বিয়ার, ব্র্যান্ডি ইত্যাদির জন্য লাইসেন্সই লাগবেনা। কি মজা কি মজা ! শাস্ত্র বলছে রাজা দেবতার মত, পিতার মত। আজ দেখছি কুসংস্কারের ডিপো বলে সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতি ত্যাগী রাজারা নরখাদক। রাজা চায়ছে প্রজারা মদ খেয়ে রাজস্ব বাড়তে সাহায্য করুক, সংসার ভেসে যাক, মাতাল হলে ওদেরই পুলিশ ধরে পেটাচ্ছে। মাল বিক্রি করে টু পাইস্ ধান্দা করতে গেলে মাস্থলী খাচ্ছে—লে হালুয়া !

চরিত্র ভাঙ্গছে, গঙ্গা পদ্মার তীর ভাঙ্গছে, ভালো মানুষদের গলা ভাঙ্গছে, মূল্যবোধ ভাঙ্গছে, এক অন্নের বড় বলিষ্ঠ পরিবার ভাঙ্গছে, জেলা ভাঙ্গছে, দেশ ভাঙ্গছে—খেলা ভাঙ্গার খেলা শুরু হয়েছে সেদিন থেকে যেদিন এক নদী রক্ত আর চোখের জলের বিনিময়ে স্বদেশের রাজা হয়ে শপথ নিয়েছিলাম দেশ গড়বো বলে। যারা কারাগারে জীবন কাটিয়েছে, ফাঁসির দড়িকে বিয়ের বর মালার মতো বরণ করেছে, আন্দামানকে দ্বীপান্তর না ভেবে শ্বশুর বাড়ী করেছিল, ইনক্লাব বা বন্দেমাতরম বলে যারা ইংরেজ বা তাদের দেশী কুত্তাদের মেরে নিজেদের কপালে গুলি করে শহীদ হয়েছিল, ঘুম ভাঙ্গানিয়া গান লিখে যারা তরুণদের রক্ত শোধন করেছিল—তারা তো আর মন্ত্রী হয়নি—তাদের শ্রাদ্ধশান্তি করে ফটো তুলে রেখে আমরা যারা ফকোটিয়া পার্টি স্রেফ মিডিয়া—মাস্‌ল্ আর মানির জোরে দেশনেতা হয়ে ক্ষীরের বাটি গত ৫৮ বছর ধরে চেটে চলেছি, তারা। আর কিছু করি না—করি একটা—দেশ, যার বিশ্ব শ্রেষ্ঠ বৈভব ছিল, শিক্ষকের সম্মান ছিল রত্ন প্রসবিনী সেই দেশটাকে দুনিয়ার সামনে ন্যাংটো করে দিয়েছি। একটা প্রজন্মকে শিখিয়ে দিতে পেরেছি এদেশের শালা কিস্‌সু ভালো ছিল না। সমুদ্র পারের সবকিছু আমদানি করো আর প্রাণে বাঁচো। তার জন্যে দেশ-বিদেশের বিরাট অঙ্কের টাকায় আমাদের দলীয় রাজ্যপাট, মিডিয়ায় নিত্য অধিষ্ঠান অটুট। মিডিয়ারা আগে বোকা ছিল। শরৎচন্দ্র পন্ডিত, দেবজ্যোতি বর্মণ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় পন্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু পাবলিক কি খাবে তা জানতেন না। আজ সাংবাদিকদের কত পরিশ্রম বেড়েছে ! ধনঞ্জয় ঠিক কি ভাবে মিস্ পারেখকে চেপে ধরেছিল, কোথায় ফেলে কি করেছিল তার মোরব্বা চ্যাটচেটে বর্ণনা লেখা দিনের পর দিন কি চাট্টিখানি কথা ! এ সমাজই যে ধনঞ্জয় তৈরী করছে রোজ সেসব বাজে বাতেলা শুনবে কে ?

(চলবে)

গ্যাস সিলিণ্ডার ফেটে তিনজন আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী-১ ব্লকের ফতুল্লাপুর গ্রামে গত ৭ ফেব্রুয়ারী দুপুরে এক বিয়ে বাড়ীর অনুষ্ঠানে ৫ লিটারের গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে পাত্র সুভাষ দাসসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। শিখা দাস, অবনী দাস ও সুকুমার দাসকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এঁদের মধ্যে শিখার অবস্থা আশংকাজনক বলে খবর।

নিবেদিতা স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টস্

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নিবেদিতা শিশু শিক্ষানিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে গেল জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ২৯ জানুয়ারী। শিশুদের এই প্রাইভেট স্কুলটি জঙ্গিপুর হাই স্কুলে চলে সকালবেলা। এবারই প্রথম বার্ষিক স্পোর্টস্ করল ৭ বছর বয়সী স্কুলটির পরিচালকরা।

গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্রী (১ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য নদী তীরবর্তী আশিটি গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষাবোধ জাগরণ। এর সঙ্গে এলাকার তিনশোজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকে গুণীজন সম্বর্দ্ধনায় ভূষিত করা হবে বলে ঐ দলের আহ্বায়ক ডাঃ শিরিন ভেঙকট আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। আরো জানা যায়, ১০৮ দিনে এই দল ২৪০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে। দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, নেহরু যুব কেন্দ্র। এছাড়া সব রকমের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে টাটা শিল্প গোষ্ঠী।

বাসযোগ্য জায়গা বিক্রয়

জঙ্গিপুর মহাবীরতলা রাজপুত পাড়ায় দিলীপ সিংহের বাড়ীর পিছনে কিছুটা বাসযোগ্য জায়গা বিক্রয় আছে।

যোগাযোগ ঃ— ফোন ঃ ০৩৪৮৩/২৬৭৪৫০

ভিত সমেত জায়গা বিক্রয়

জঙ্গিপুর পৌরসভার অন্তর্গত ১৫নং ওয়ার্ডের অধীন হরিদাসনগরস্থিত কমলকুমারী দেবী সরণীর সন্নিহিত উত্তর দক্ষিণে লম্বা পৌরসভার রাস্তা সংলগ্ন ২টো প্লটে সিমানা চিহ্নিত ·০৮ শতক পরিমিত জমিদারী চেকে বন্দোবস্ত ও রেকর্ডভুক্ত ভিতের ইঁট সমেত জায়গা একসাথে বিক্রয় হইবে। উক্ত প্লট ৩ জন ক্রেতা একযোগে পারস্পরিক সুসম্পর্কে ও পরস্পরের রপ্তারপ্ত বিবেচনা করিয়া বাড়ি তৈরীর জন্য ক্রয় করিতে পারিবেন। সত্বর সরাসরি যোগাযোগ করুন।

একসাথে রেজিষ্ট্রী হইবে।

সুব্রত দাস (এ্যাডভোকেট)
ফাঁসিতলা কোর্ট মোড়
॥ চিত্তারতি ভবন ॥
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)

দূরালাপ—২৬৭৭৫৭

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই মাঘ ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড পছন্দ
করে নিতে সরাসরি
চলে আসুন।
॥ কার্ডস ফেয়ার ॥
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

গন্ডগোল দেখা দেওয়ায় চাকু চলে, তারপর হুমকি আরম্ভ হয় উভয় পক্ষের মধ্যে। তাদের ব্যক্তিগত ঝগড়াকে তোলাবাজ বলে আইনের সহযোগিতা পাওয়ার এটা একটা অপচেষ্টা। রাজকুমার সাহা নকল সি, ডি প্লেট এবং ব্লুফিল্মের কেসে অভিযুক্ত একজন আসামীও। জঙ্গিপুর কোর্টে কেস চলছে। তাছাড়া মাঝেমধ্যে তার বাড়ী বিভিন্ন কোম্পানীর লোক পুলিশ দিয়ে রেইড করে। এই রাজকুমার সাহাকে ধুলিয়ান ব্যবসায়ী সমিতি কয়েকদিন আগেও তাদের সদস্য নয় বলে আমাদের প্রতিনিধিকে জানাই। ধুলিয়ানের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জানান, এখনো তোলবাজদের কোন দাপট ধুলিয়ানে নাই। রাজকুমার সাহা (মলয়) সম্বন্ধে তিনি জানান রাজকুমার এই এলাকায় আসার পর আমাদের ভয়ে ভয়ে থাকতে হচ্ছে। কিছু সমাজবিরোধী ছাড়াও বাইরের সমাজ বিরোধীদের আনাগোনা চলছে তার দোকানে। মাঝে মাঝে পুলিশও ওর দোকানে তল্লাসী চালাচ্ছে।

টালবাহানা চলছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিভাবকদের পোলিও ড্রপের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই ইত্যাদি নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। শিশু অবস্থায় ডিফথেরিয়ার ইনজেকশন নেয়ার জন্যই আজ দেশ থেকে ডিফথেরিয়া নির্মূল হয়েছে। তেমনি পোলিও ড্রপ সব শিশুর শরীরে প্রয়োগ হলে আর কোন শিশুকে পোলিও রোগে বিকলাঙ্গ হতে হবে না বলে ডাক্তারবাবুরা জানান। এর উত্তরে ক্ষোভের সঙ্গে কয়েকজন অভিভাবক জানান—"আমাদের বাচ্চাদের জন্য কোন ভালো খাবার আনতে পারেন না, দু' ফোঁটা পানি খাওয়াতে চলে আসছেন। যাদের বিপিএল কার্ড দিয়েছেন তাদের বাড়ীর বাচ্চাদের পোলিও খাওয়ান। বিপিএল কার্ড দিলে তখন আমরাও বাচ্চাদের পোলিও খাওয়াবো। আমরা যে পোলিও খাইনি, আমাদের কি পোলিও হয়েছে" ইত্যাদি। স্বাস্থ্য কর্মীদের আরো অভিযোগ, নতুন নতুন পুর কাউন্সিলাররা বহু পুরোনো অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য কর্মীকে বাদ দিয়ে নিজেদের পছন্দমত কর্মী নিয়োগ করেছেন। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। এছাড়া পোলিও প্রোগ্রামের বেশ কয়েকদিন আগে ট্রেনিং এর দিনক্ষণ কর্মীদের জানিয়ে দিতেন পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী নির্মল চ্যাটার্জী। তিনি অবসর নেয়ার পর এখন দুপুরে ট্রেনিং হলে ঐ দিন সকালে স্বাস্থ্য কর্মীরা সে খবর পাচ্ছেন। অনেকে খবর না পেয়ে বাদও পড়ছেন। এ ব্যাপারে পুরসভায় অভিযোগ করলে ঐ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর বক্তব্য, 'আমরা খবর পেলেই জানাই। এতে আমাদের কোন ত্রুটি নেই'। অন্যদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্ব্যাস্থ্য কর্মী অসীম রায়ের বক্তব্য, '১৫-১-০৬ এর প্রোগ্রামের কথা আমরা ১-১-০৬ পুরসভাকে জানিয়ে দিয়েছি।' উল্লেখ্য, জেলা স্ব্যাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সচ্চিদানন্দ সরকার জানান, মুর্শিদাবাদ লাগোয়া বিহার ও ঝাড়খন্ডে এ বছর ৬৩ জন পোলিও আক্রান্ত শিশুর খোঁজ মিলেছে। ঐ দুই রাজ্য লাগোয়া পাঁচ জেলাতে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারী '০৬ কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় সব থেকে জোর দেয়া হয়েছে জঙ্গিপুর মহকুমার সাতটি ব্লকে।

আদায় চলছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

সাগরদীঘির বিধায়ক পরেশ দাশ ও বর্তমান জেলা শাসক কি বলেন তা অনেক চাষীরই প্রশ্ন। এর প্রভাব সামনের নির্বাচনে শাসকদলের উপরই পড়বে বলে এলাকাবাসীর ধারণা।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।